“নীরব প্রতিভার আলেখ্য: মণীন্দ্র চন্দ্র পাল“

মাস্টার অফ ফাইন আর্টস (প্রিন্টমেকিং) ডিগ্রি অর্জনের জন্য জমাকৃত গবেষণাপত্র

(২০২৩-২০২৫)

সঞ্চয়িতা বিশ্বাস

তালিকাভুক্তি সংখ্যা:২৩২২২২০০০৪০০২

নিবন্ধন নম্বর:২৩০০৪০০২৩৬৩৯

ফাইন আর্টস অ্যান্ড ডিজাইন বিভাগ ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয় নিউটাউন, কলকাতা

ভগিনী নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়

ফাইন আর্টস্ আর ডিজাইন বিভাগ

কার্যক্রম:	মাস্টার্স অফ ফাইন আর্টস (প্রিন্ট মেকিং)
ব্যাচ:	২০২৩-২৫
সেমিস্টার:	চতুর্থ
বিষয়ের নাম:	গবেষণাপত্র
বিষয়ের কোড:	**FARTP301S04**
শিক্ষক/শিক্ষিকা উপদেষ্টা:	ডঃ নন্দিনী ঘোষ
শিক্ষক/শিক্ষিকা সহ-উপদেষ্টা (যদি থাকে):	দশরথ দাস
ছাত্র/ছাত্রীর নাম:	সঞ্চয়িতা বিশ্বাস
তালিকাভুক্তি সংখ্যা:	২৩২২২২০০০৪০০২
নিবন্ধন সংখ্যা:	২৩০০৪০০২৩৬৩৯
গবেষণাপত্রের নাম:	নীরব প্রতিভার আলেখ্য: মণীন্দ্র চন্দ্র পাল

Nandini Ghosh
17.04.2025
____
সহ-উপদেষ্টার সই আর তারিখ

17.04.2025
____
উপদেষ্টার সই আর তারিখ

SNU
SISTER NIVEDITA UNIVERSITY

SNU IQAC

DECLARATION BY THE STUDENT

I hereby declare that the work which is being presented in this dissertation entitled "নীরব প্রতিভার আলেখ্য: মণীন্দ্র চন্দ্র পাল" in partial fulfilment of the requirements for the award of the degree of Bachelors/Masters/Ph. D of Fine Arts in Printmaking is an authentic record of my own work carried out during the period from February 2025 to April 2025 under the supervision of (Dr) Nandini Ghosh Department of Fine Arts and Painting.

I acknowledge that I have read and understood the UGC regulations, 2018 (*Promotion of Academic integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions*).

I confirm that this dissertation has been checked for plagiarism using the plagiarism checking software Dupli Checker. At the end of the dissertation, a copy of the summary report demonstrating similarities in content and its potential source (if any), generated online using plagiarism checking software is enclosed. I herewith confirm that the dissertation has been less than 10% similarity according to the plagiarism checking software's report and meets the UGC Regulations as well as plagiarism rules of Sister Nivedita University.

I further declare that no portion of the dissertation or its data will be published without the Institute's or supervisor's permission. I have not previously applied for any other degree or award using the topics and findings described in my dissertations.

Sanchaita Biswas
17.04.2025

(Signature of the students with Date)

Name of the Student- Sanchaita Biswas

Registration no- 230040023639

Department- Fine Arts and Design

নীরব প্রতিভার আলেখ্য: মণীন্দ্র চন্দ্র পাল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণার পথটা আমার কাছে শুধু পড়াশোনার বিষয় ছিল না—ছিল একজন মানুষ হিসেবে বেড়ে ওঠার, নতুন কিছু জানার আর অনুভব করার একটা অভিজ্ঞতা। এই পুরো যাত্রায় যাঁরা পাশে ছিলেন, তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাই **শিল্পী মনিন্দ্রচন্দ্র পালক-** কে, যিনি তাঁর জীবনের গল্প, ভাবনা আর অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে খুব আন্তরিকভাবে ভাগ করে নিয়েছেন। তাঁর ভরসা ও খোলামেলা কথা না পেলে এই গবেষণাটি এমন করে করা সম্ভব হতো না। তিনি শুধু একজন শিল্পী নন

নীরব প্রতিভার আলেখ্য: মণীন্দ্রচন্দ্র পাল

—একজন অনুপ্রেরণাদায়ক মানুষও।

আমি কৃতজ্ঞ আমার **শিক্ষিকা উপদেষ্টা ডঃ নন্দিনী ঘোষ** এবং **শিক্ষক সহ উপদেষ্টা দশরথ দাস** -এর কাছে, যিনি সব সময় ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় পথ দেখিয়েছেন।

আমার পরিবার ও কাছের বন্ধুদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা—তাঁদের ভালোবাসা, সাহচর্য আর ছোট ছোট কথাগুলো আমাকে বারবার ভেতর থেকে শক্তি জুগিয়েছে।

মুখবন্ধ

এই গবেষণাপত্রটি আমার একাডেমিক যাত্রার একটি বিশেষ মুহূর্ত, যেখানে আমি ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিল্পের মধ্যে গভীর সম্পর্কের প্রতি নিজের ব্যক্তিগত আগ্রহের স্বাক্ষর রাখতে চেয়েছি। এই কাজের মাধ্যমে আমি সেই অসাধারণ শিল্পীর জীবন এবং কৃতির গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছি এবং তাঁর অনুভূতি, সংগ্রাম এবং সৃজনশীলতার পথ অনুসন্ধান করার একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছি—একজন শিল্পী, যাঁর জীবন ছিল নীরব, কিন্তু যাঁর কাজ অনুপ্রেরণায় পূর্ণ।

এই কাজের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল: প্রথমত, একজন শিল্পীর শৈশব, কর্মজীবন এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর শিল্পকর্ম, দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রভাবের ওপর একটি অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন। এই দ্বিভাষিক কাঠামো একজন শিল্পীর জীবন এবং তাঁর শিল্পচর্চার আন্তঃসাংস্কৃতিক মূল্যকে তুলে ধরার জন্য আমার চেষ্টার প্রতিফলন।

এই প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপে আমি মনোযোগ রেখেছি স্পষ্টতা, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং ভাষাগত বিশ্বস্ততার প্রতি। একজন শিল্পীর জীবন এবং অভ্যন্তরীণ শিল্পবোধকে ভাষান্তরের মাধ্যমে জীবন্ত করে তোলা সহজ নয়, তবে আমি চেষ্টা করেছি আমার সর্বোচ্চ নিষ্ঠা এবং সম্মান দিয়ে সেই কাজ সম্পন্ন করতে।

আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁর পরামর্শ এবং অনুপ্রেরণা এই কাজকে সম্ভব করেছে। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই শিল্পী ও তাঁর পরিবারের প্রতি, যাঁদের স্মৃতি, অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি এই গবেষণাকে প্রাণবন্ত করেছে। আমার পরিবার ও বন্ধুদেরও অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁদের ধৈর্য, ভালোবাসা ও সহানুভূতির জন্য।

আমি বিশ্বাস করি, এই গবেষণাপত্র শুধুমাত্র অনুবাদবিদ্যা ও শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে একটি অবদান নয়, বরং এটি সেই শিল্পী ও তাঁর কাজের প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি—একজন শিল্পী, যিনি নিঃশব্দে, নিঃস্বার্থভাবে তাঁর শিল্পের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৫
মুখবন্ধ	৬
ভূমিকা	৮
অধ্যায় ১: শৈশব ও শিল্পজগতের সূচনা	৯
অধ্যায় ২: শিল্পকর্মসমূহ	১১
অধ্যায় ৩: শিল্পীর মূল্যায়ন (সম্প্রসারিত সংস্করণ)	২৫
উপসংহার	২৭
চিত্রসূচী	২৮
চিত্রসূত্র	২৯
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	৩০

ভূমিকা

কিছু কিছু জীবন আছে, যেগুলো বড়ই গল্পের মতো—নাটকীয়তা, প্রশংসা, ঝড়ঝাপটা আর এক ধরনের গৌরব নিয়ে এগিয়ে চলে। কিন্তু মনিন্দ্রচন্দ্র পালের জীবন সে রকম ছিল না। তিনি খুব নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর কথা লিখতে গেলে শুধু কী করেছেন সেটা বললে চলবে না—অনুভব করতে হবে তিনি কে ছিলেন। তাঁর জীবনটা কখনোই ক্যালেন্ডারের তারিখ দিয়ে মাপা যায় না, বরং বুঝতে হয় ধীরে ধীরে—যেমন পুরনো মন্দিরের দেয়ালে থাকা মলিন ছবি দেখা হয়, সম্মান আর কৌতূহল নিয়ে।

তাঁকে মানুষ ভালোবেসেছিল কোনো বড় ব্যক্তিত্ব বা নামের জন্য না—তাঁর একধরনের শান্ত উপস্থিতির জন্য। তিনি এমন একজন ছিলেন, যার নীরবতা পর্যন্ত কথা বলত। যখন সবাই নিজেদেরকে দেখানোর আর পরিচিত হওয়ার জন্য দৌড়াচ্ছে, তখন তিনি চুপচাপ ছিলেন, নিজের মতোন। তিনি খ্যাতির পেছনে ছোটেননি, বরং গভীর কিছু খুঁজতেন। আর সেই গভীরতাই তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

এটা এমন একজন শিল্পীর গল্প না, যিনি বড় বড় গ্যালারিতে প্রদর্শনী করেছেন বা পত্রিকার হেডলাইন হয়েছেন। এটা সেই মানুষটার গল্প, যিনি আঁকতেন, কারণ না আঁকলে তাঁর মন শান্তি পেত না। তিনি বিশ্বাস করতেন, জ্ঞান একা রেখে দেওয়ার জিনিস না। যিনি সৌন্দর্য খুঁজে পেতেন শুধু পাহাড়-নদীতে না, বরং পুরনো কেটলিতে, ছোট শিশুর হাতের ভঙ্গিতে, কিংবা এক টুকরো বিকেলের আলোয়।

তাঁর জীবনটা বুঝতে হলে আমাদের তাঁর পথ ধরে হাঁটতে হবে—গ্রামের ধুলো ভরা রাস্তা থেকে শহরের এক কোণের স্টুডিও অবধি, সরকারি অফিসের ব্যস্ততা থেকে রাতের আঁধারে একা একা বসে আঁকা পর্যন্ত। সেখানে আমরা দেখব এমন একজন মানুষকে, যিনি আলোতে নয়, নিঃশব্দে জীবনকে ছুঁয়ে গেছেন। যিনি জীবনে কিছু দেওয়ার আনন্দে বেঁচে ছিলেন।

হয়তো এইটা বলা মানে শুধু তাঁকে মনে রাখা নয়—এমন কিছু খুঁজে পাওয়া, যেটা আমাদের সবার ভেতরেই এক সময়ে ছিল। একরকম সত্যিকারের জীবন, যেখানে মানুষ নিজের আত্মাকে ভালোবাসে, এমনকি কেউ না দেখলেও।

এটা তাঁর গল্প। কিন্তু একই সঙ্গে এটা আমাদের একটা ডাক—একটু থামার, দেখার, আর মনে রাখার।

অধ্যায় ১:
শৈশব ও শিল্পজগতের সূচনা

১৯৪৯ সালের ৩ জানুয়ারি। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলের ফাউনপুর গ্রামে জন্ম নেন মনীন্দ্রচন্দ্র পাল। সবুজে ঘেরা, সরু নদী বয়ে চলা, আর আত্মীয়তায় গাঁথা এক গ্রামীণ পরিবেশে কাটে তার শৈশব। আধুনিকতার ছোঁয়া তখনও সেভাবে পৌঁছায়নি, কিন্তু শিল্পীর ছোট্ট দুনিয়াটিই ছিল তার প্রথম শিল্পবিদ্যালয়।

বয়স যখন হাতে গোনা কটা বছর, তখন থেকেই তার চোখে এক আলাদা রঙ ছিল। অন্য শিশুরা মাঠে খেলতে ব্যস্ত, আর শিল্পীর হাতে রঙ-তুলি, কাঠির আঁচড় কিংবা কয়লার দাগ। ধুলোয় আঁকা ছোট্ট ছবিগুলিই যেন বলে দিত, এই শিশুটি দেখছে এমন কিছু, যা আর কেউ দেখে না।

তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীর। মাঠে হালচাষ করা কৃষক, গাছের পাতায় দুলে ওঠা হাওয়া, বা নদীর পাড়ে বসে থাকা বৃদ্ধ কেউ—সবই ছিল তার শিল্পের অনুপ্রেরণা। জীবনকে দেখতেন একধরনের নীরব কাব্যের মতো, যেখানে প্রতিটি মুহূর্ত ছিল আঁকিয়ে তোলার মতো।

তবে তার পথটা কখনোই সহজ ছিল না। সেই সময়ে, গ্রামে শিল্পচর্চা তো দূরের কথা, খাতা-পেন্সিলও বিলাসিতার মতো মনে হতো। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করতে তাকে নদী পেরিয়ে লঞ্চে যেতে হতো, যেটা এক ধরনের অভিযাত্রার মতোই ছিল। কিন্তু এই প্রতিটি যাত্রা তার ভালোবাসারই প্রমাণ—একটা ছবি আঁকার জন্য যে শ্রম, সেটা ছিল মন থেকে উৎসারিত।

তার জীবনে বড় একটা ভূমিকা পালন করেন তার দাদু, গোসাই দাস পাল। দাদুর চোখেই প্রথম তার প্রতিভার ঝলক ধরা পড়ে। তিনি শুধু নাতিকে উৎসাহিত করেননি, বরং আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় আর সততার পাঠও দিয়েছিলেন। একদিন বলেছিলেন, "সেরা হওয়ার চেষ্টা করো, তবে সেটা অন্যদের হারানোর জন্য নয়, বরং নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য।" এই বাক্যটাই হয়ে উঠেছিল শিল্পীর জীবনের মূলমন্ত্র।

স্কুলজীবনে তার একটি অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ঘটনা খুব উল্লেখযোগ্য। একজন সহপাঠীর সঙ্গে তার ভালোভাবে প্রতিযোগিতা হয় অঙ্কনের এবং যার কারনে তাকে শুধু ছবি আঁকায় সীমাবদ্ধ না রেখে একজন প্রকৃত শিল্পী হওয়ার পথে নিয়ে যায়। প্রতিযোগিতা তাকে ভয় দেখায়নি, বরং নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এদিকে, ১৯৬০-এর দশকের শুরুতে রাজনৈতিক উত্তাপ, আর্থিক সংকট এবং সামাজিক অস্থিরতায় দেশজুড়ে এক ধরনের অন্ধকার ছায়া নেমে আসে। শিল্পীর পরিবারও অর্থনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। তখনই তারা সিদ্ধান্ত নেন ভারতে চলে আসার। ১৯৬৪ সালে তারা কলকাতার উপকণ্ঠে মধ্যমগ্রামে বসবাস শুরু করেন।

নতুন শহর, নতুন জীবন, সীমিত সম্পদ—সব কিছুই যেন নতুন, নতুন এক লড়াইয়ের শুরু। পড়াশোনার পাশাপাশি তাকে খণ্ডকালীন কাজ করতে হতো, পরিবার সামলাতে হতো, আবার শিল্পচর্চাও চালিয়ে যেতে হতো। কিন্তু শিল্পের প্রতি ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল যে, এই চাপে সে

কখনো ভাঙেনি। বরং আরো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

১৯৬৬ সালে তিনি ভর্তি হন কলকাতার ধর্মতলার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। সেখান থেকেই শুরু হয় তার পেশাদার শিল্পী হয়ে ওঠার পথচলা। কলেজে এসে তিনি দেখেন, শুধু ছবি আঁকাই যথেষ্ট নয়, জীবনে টিকে থাকতে গেলে শিল্পকে পেশা হিসেবেও দেখতে জানতে হয়। অধ্যক্ষ কাশীনাথ দাস ছিলেন সেই আলোর দিশারি, যিনি তাকে বলেন, "কমার্শিয়াল আর্টে গেলে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে।" এটা সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না, কিন্তু শিল্পী বুঝেছিলেন, স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবতার এক জোট চাই।

অভাব, সংগ্রাম, ক্লান্তি—সবকিছু নিয়েও তিনি থেমে যাননি। হাতে আঁকা বিজ্ঞাপন, বোর্ড ডিজাইন, ক্যালিগ্রাফি—সবই করতেন পরম নিষ্ঠায়। একদিন কাশীনাথ দাসেরই ছাত্রী গৌরীর সঙ্গে পরিচয় করান, যিনি তাকে বাটিক শিল্প শিখতে উৎসাহ দেন। দিনে এক টাকা বিনিময়ে শুরু হয় তার নতুন এক যাত্রা—শিল্পের আরও একটি শাখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, আর তার দৃষ্টিভঙ্গি আরও প্রসারিত হয়।

দিনগুলো ছিল ভীষণ ব্যস্ত—সকালে ক্লাস, দুপুরে কাজ, রাতে পড়াশোনা। কিন্তু প্রতিটি আঁকা তার অস্তিত্বের অংশ হয়ে উঠছিল। প্রতিটি রঙে মিশে ছিল তার স্বপ্ন, ক্লান্তি আর ভালোবাসা।

১৯৭১ সালে তিনি ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হন। তখন তার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ওয়াসিম কাপুর, স্বপন রায়, গৌরাঙ্গ সাহা, মীরা ঘোষ, বাসুদেব ঘোষ, অলক চৌধুরী প্রমুখ, যারা পরবর্তীকালে বিখ্যাত শিল্পী হয়ে ওঠেন।

আজ যখন তার দিকে ফিরে তাকানো যায়, মনে হয়—একটা নিঃশব্দ গ্রামের ছোট্ট ছেলেটি কী করে এতদূর এল! শিল্পের প্রতি ভালোবাসা, অধ্যবসায় আর আত্মবিশ্বাস মিলেই তৈরি হয়েছে তার জীবনের এই জাদুকরী কাহিনি।

স্নাতক সমাবর্তন ১৯৭২ সালে।

অধ্যায় ২:

শিল্পকর্মসমূহ

মনীন্দ্র চন্দ্র পাল ১৯৭১ সালে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে পাশ করেন। পরের বছর, ১৯৭২ সালে, সরকারি এনগ্রেভার পদের চাকরির জন্য পরীক্ষা দেন এবং সেখানে সফলও হন। তারপরে টি. টি.টি. বি তে প্রায় ছয় মাসের ট্রেনিং হয়। সেই শুরু—আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। ১৯৭৩ সালের ২২শে মে থেকে শুরু করে, টানা ৩৬ বছর তিনি কাজ করেন সেই প্রতিষ্ঠানে, সহকারী হেড এনগ্রেভার হিসেবে। একটা গোটা জীবন পার করে ২০০৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি, অবসরের দিনে যখন তিনি অফিস ছাড়েন, হয়তো তাঁর ডেস্কে তখনও কিছু অসমাপ্ত খসড়া পড়ে ছিল—ঠিক যেমন কিছু অসমাপ্ত ছবি পড়ে ছিল তাঁর মনে।

FELICITATION

Shri MANINDRA CHANDRA PAUL, Asstt. Head Engraver, our beloved associate, is retiring from this department of Survey of India on successful completion of his long, more than thirty-five years of glorious service, on the thirty first day of January, 2009.

Shri MANINDRA CHANDRA PAUL joined this department on the twenty-second day of May, 1973 as T.T.T.B. Engraver and there from by dint of hard labour and deep devotion to his duties, he crossed every hurdle and stepped up to the level of Asstt. Head Engraver. He associated actively in recreational activities of Eastern Printing Group with high proficiency, honesty and indomitable courage which brought him distinction. His cordial behavior with all the officers and staff in this department will last forever in our memory and his long association will be remembered by all of us in many years to come.

To-day, with a heavy heart, we bid him farewell, wishing for his best of health, long & happy life hereafter along with all other members of his family.

Kolkata-700 016.

SECRETARY
Labour Welfare Fund Committee
Eastern Printing Group
Survey of India
Kolkata

CHAIRMAN
Labour Welfare Fund Committee
Eastern Printing Group
Survey of India
Kolkata

চাকরি করাকালীন, অবশ্যই তিনি ছবি আঁকতেন। আঁকার হাতটা তো চুপচাপ বসে থাকত না কখনও। কিন্তু, অফিসের সময় আর দায়িত্বের চাপে ঠিক সেভাবে আঁকা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কাজ আর সংসারের ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন, তাতেই নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করতেন। তবে অবসর নেওয়ার পর, যেন একটা অন্য দরজা খুলে গেল তাঁর জন্য। এবার আর কোনো বাধা নেই, কোনো দায়িত্বের শৃঙ্খল নয়—শুধুই ছবি, ক্যানভাস, আর রং। ফিরে এলেন তিনি নিজের চেনা জগতে, আপন পৃথিবীতে। আর মনে প্রাণে ঠিক করলেন, এবার তাঁর শিল্পই বলবে তাঁর কথা—তাঁর পরিচয় ছড়িয়ে পড়বে ভারতের আনাচে কানাচে।

কলেজে পড়ার সময় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে নামজাদা শিল্পী হয়েছেন—ওয়াসিম কাপুর, স্বপন রায়, গৌরাঙ্গ সাহা, বাসুদেব ঘোষ, অলক চৌধুরী—তাঁদের সঙ্গে একসঙ্গে আঁকা, আলোচনা, তর্ক, সমালোচনা সব মিলিয়ে একটা দারুণ সময় কাটিয়েছেন তাঁরা। আর শিল্প প্রদর্শনীর সূত্রে পরিচয় হয়েছিল আরও অনেক গুণী মানুষের সঙ্গে। দেবব্রত চক্রবর্তী, রবিন মন্ডল, মানিক মন্ডল, প্রাক্তন গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক নিরঞ্জন প্রধান এবং তাঁর স্ত্রী সুক্তি সুভরা প্রধান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ.ও.ডি নিখিল রঞ্জন পাল, অসিত পাল, রতন আচার্য—যাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর শিল্পচিন্তা ও চর্চার পরিধি অনেক প্রসারিত করেছেন। এনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, কথা, বোঝাপড়া—সব মিলিয়ে তিনি শুধু আঁকা শিখে থেমে থাকেননি, শিল্পকে বুঝেছেন, অনুভব করেছেন।

তাঁর কাজের একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি কখনও এক ঘরানায় থেমে থাকেননি। বরং নানা ধরনের বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। কখনো পুরাণের কৃষ্ণলীলা, কখনো দুর্ভিক্ষ বা মহামারীর নির্মম বাস্তবতা, কখনো নারীর প্রতি সহিংসতা, আবার কখনো সমাজের বিস্মৃত বা অবহেলিত ইতিহাস—সবই উঠে এসেছে তাঁর তুলির টানে। বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্যই তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

মাধ্যমের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন এক্সপেরিমেন্টাল। জলরং, অ্যাক্রিলিক, ওয়াশ, ড্রাই পেস্টেল, টেম্পারা, অয়েল।

শুধু চিত্রশিল্পেই নয়, তিনি ভাস্কর্যেও কাজ করেছেন, করেছেন বহু কমার্শিয়াল কাজ। সব ধরনের মাধ্যম ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি একটানা প্রায় ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে কাজ করে চলেছেন—অবিশ্রান্ত, অবিচল। কিন্তু তিনি ক্লান্ত হয়ে কখনো থেমে পড়েননি।

কলেজ জীবন থেকে শুরু করে অবসর পরবর্তী সময় পর্যন্ত তাঁর আঁকা কিছু নির্বাচিত চিত্র আমি নিচে তুলে ধরছি কিছু বিভাগে ভাগ করে, যেগুলোর মধ্যে দিয়েই ধরা পড়ে তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরতা, অনুভবের তীব্রতা, আর একটানা নিষ্ঠার ছাপ।

বিভাগ-১

কলেজ সময়কালীন কাজ (১৯৬৬-১৯৭১)

(১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কলেজে পড়ার সময় তিনি যেসব কাজ ও কমার্শিয়াল কাজ করেছিলেন, তার বেশিরভাগ ছবিই এখন আর নেই—সব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। তবে কিছু ছবি এখনও রয়ে গেছে, যেগুলো আমাদের সেই সময়ের কাজগুলোর সঙ্গে একটু সুন্দরভাবে সংযোগ করতে সাহায্য করে। নিচে সেগুলোর মধ্যে থেকে-স্কেচ ,কমার্শিয়াল আর্ট, ফিগারেটিভ কিছু ছবি তুলে ধরা হলো ।)

প্রারম্ভিক শিল্পচর্চা

চিত্র-১

"জীবন্ত চিত্র" কালি কাগজ ,১৯৬৯

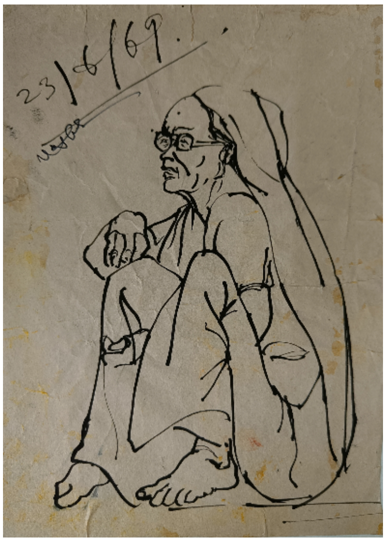

চিত্র-২

"জীবন্ত চিত্র" কালি কাগজ ,১৯৬৯

চিত্র-৩

"বহিরাঙ্গণ স্কেচ" .ক্রোকুইল দ্বারা.১৯৬৯

চিত্র-৪

"জীবন্ত মূর্তি".ক্রোকুইল দ্বারা.১৯৬৯

প্রারম্ভিক সময়কালে বাণিজ্যিক শিল্প অংকন

চিত্র-৫

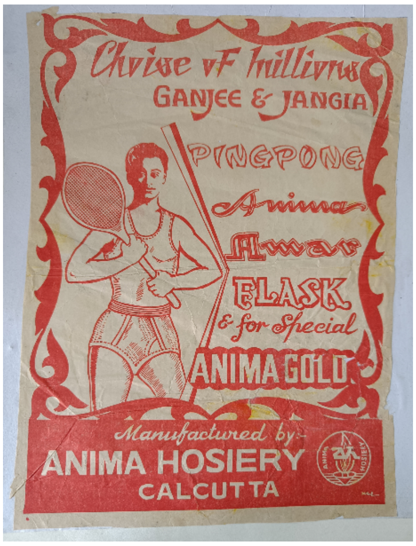

চিত্র-৬

"রাধা শ্রী সিন্দুর ও আনিমা হোজিয়ারি কোম্পানির তৈরি গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়ার বিজ্ঞাপনটি" লেটারপ্রেস ব্লকের চিত্র করেছেন.১৯৬৮ সালে

চিত্র -৭

"শচীনের রক্ত কমল তরল আলতা" বিজ্ঞাপনটি করেছেন ১৯৬৮

চিত্র-৮

১৯৬৯ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত এই কাজগুলি নিজের হাতে করেছে। ক্রোকুইল ও চাইনিজ কালির দ্বারা

চিত্র -৯

১৯৬৮ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত এই কাজগুলি নিজের হাতে করেছে। ক্রোকুইল ও চাইনিজ কালির দ্বারা

বিভাগ-২

এনগ্রেভার পদের চাকরি চলাকালীন কাজ (১৯৭৩-২০০৯)

চিত্র-১০

"বাঙালিয়ানা".জলরং. ২০০১

(শিল্পীর এই ছবিটি ২০০১ সালে জলরং মাধ্যমে এটি করা। ছবিগুলোতে আমাদের চেনা জীবন থেকে নেওয়া—যেখানে আছে অন্নপ্রাশন ভিক্ষা দান রাখি পূর্ণিমা থেকে শুরু করে ভাইবোনের ভালোবাসা আর জন্মদিনের খুশি। প্রতিটা ছবি বলছে ঘরের গল্প. আপনজনের গল্প। মায়ের হাতে খাওয়ানো. ছোটদের হাসিমুখ—সব যেন একসাথে একটা ছোট্ট উৎসব।)

চিত্র-১১

"অদম্য গতি". ড্রাই পেস্টেল. ২০০৭

(এই ছবিটিতে তিনটি দৌড়ানো কুকুরকে দেখানো হয়েছে. যারা যেন বাতাসকেও ছুঁতে চাইছে। কুকুরগুলোর গতি. ভঙ্গিমা এবং সংকল্প ফুটে উঠেছে অসাধারণভাবে। পটভূমির ম্লান রঙ তাদের গতিকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে।গতি ও শক্তির নিখুঁত সংযোজন — এক কথায় প্রাণবন্ত!)

চিত্র-১২

"নীরব প্রত্যাবর্তন", জল রং, ২০০৭

(এই মনোমুগ্ধকর চিত্রে একাকী একটি ঘোড়া পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে, যেন কিছু হারানো বা ফেলে আসা মুহূর্তের দিকে ফিরে তাকাচ্ছে। আলো-আঁধারির খেলা ঘোড়াটির মেজাজে এক ধরনের নীরবতা ও গভীরতা যোগ করেছে। এটি একাকীত্ব, স্মৃতি ও অভিমানী সৌন্দর্যের প্রতীক।)

চিত্র-১৩

"সহজে নারী, নীরবে শক্তি", ড্রাই পেস্টেল, ২০০৮

(এই অপূর্ব ড্রাই পেস্টেলে আঁকা ছবিটিতে দুই বাঙালি নারীকে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে —একজনের পরনে লালচে গোলাপি, অন্যজনের হালকা হলুদ শাড়ি। তাঁদের পাশে রয়েছে দুটি হরিণ, যেন নারীর কোমলতা ও শক্তির প্রতীক। নীল-সবুজ পটভূমি ছবিতে এক স্বপ্নময়, শান্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। চিত্রশিল্পী নারী ও প্রকৃতির মধ্যকার সংবেদনশীল সম্পর্ক ও আত্মমর্যাদাকে নান্দনিকভাবে তুলে ধরেছেন।

বিভাগ -৩

অবসর নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত কাজ (২০০৯-বর্তমান)

কম্পোজিশন

চিত্র -১৪

শিরোনামহীন, আফিলিস রং দ্বারা ক্যানভাস, ২০০৯

(এই ছবিটা যেন প্রাণের ছুটে চলার গল্প। তিনটি হরিণ—দুটি লাল, একটি হলুদ—মিশে গেছে রঙের ঢেউয়ে, যেন তারা এক অদৃশ্য স্বাধীনতার খোঁজে ছুটছে। শরীরের বাঁক, রঙের মিশেল—সব মিলিয়ে একটা ছন্দ, একটা উন্মুক্ত ভালো লাগা।এটা শুধু দৌড় নয়, এটা জীবনকে ছুঁয়ে দেখার এক রঙিন ইচ্ছা।)

চিত্র -১৫

"নিভৃত আবেগ", অ্যাক্রিলিক রং দ্বারা ক্যানভাস, ২০১০

(এই ছবিটা যেন দুটো হৃদয়ের নিঃশব্দ ভাষায় বলা গল্প। দুটি সারস পাখি, ডানাগুলো ছড়িয়ে একে

অপরের দিকে ঝুঁকে আছে—যেন ভালোবাসার এক নৃত্যে মেতে উঠেছে তারা। চোখে চোখ রাখা মুহূর্তটা ঠিক এমন, যেখানে শব্দের কোন দরকার হয় না—শুধু অনুভবটাই যথেষ্ট।পেছনের নীল-সবুজ আভা যেন রাতের শান্তির সাথে মিশে থাকা এক গভীর আবেগ, একটুকরো প্রকৃতির নিরব ভালোবাসা। এই ছবিটির শুধু রঙে আঁকা না—এটা অনুভূতিতে ভরা।)

চিত্র-১৬

"রাধা-কৃষ্ণ" , জলরং, ২০১১

(এই চিত্রকর্মে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমময় একান্ত মুহূর্তকে তুলে ধরা হয়েছে। কাজটিতে বাটিক এর মাধ্যম ব্যবহার করে জল রং করেছেন, কৃষ্ণের নীল দেহ, ময়ূরপুচ্ছ মুকুট, আর রাধার লাল শাড়ি—সব মিলিয়ে এক সুরভরা, রসাত্মক আবহ সৃষ্টি হয়েছে। রাধা কৃষ্ণের বাঁশি বাজাচ্ছেন, আর কৃষ্ণ তাঁর দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পাশে একটি ময়ূরও এই প্রেম ও সঙ্গীতের সাক্ষী। এই ছবিটি স্নিগ্ধতা, ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের এক অনুপম প্রকাশ।)

চিত্র-১৭

"মহিষাসুর মর্দিনী", ওয়াশ, ২০১৯

(এই ছবিটিতে দেবী দুর্গাকে দশভুজা রূপে দেখানো হয়েছে, তিনি মহিষাসুরকে বধ করছেন। এক হাতে ত্রিশূল দিয়ে তিনি অসুরের বুকে আঘাত করছেন। তাঁর বাহন সিংহ এবং মহিষাকৃতি অসুর স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। দেবীর মুখে শান্ত অভিব্যক্তি, কিন্তু দৃষ্টিতে অপরাজেয় শক্তি।)

চিত্র -১৮

"মধুর সন্ধান", অ্যাক্রিলিক রং, ২০২০

(এই ছবিটিতে একটি রঙিন ফুলের উপর একটি ছোট পাখিকে দেখা যাচ্ছে, যেটি ফুলের মধু খাচ্ছে। সবুজ পটভূমিতে পাখি ও ফুলের প্রাণবন্ত রঙ ছবিটিকে আরও জীবন্ত করে তুলেছে। এটি প্রকৃতির শান্ত ও সরল সৌন্দর্যের এক নিখুঁত মুহূর্ত।চমৎকার শিল্পকর্ম—প্রকৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন যেন অনুভব করা যায়)

চিত্র -১৯

" উড়ানের আহ্বান" স্প্যাচুলা দ্বারা ক্যানভাসে, ২০২৩

(এই ছবিটিতে দেখা যায় কিছু সাদা পাখি একসাথে ডানা মেলেছে, যেন উড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রঙের গতিময় পটভূমি তাদের প্রাণশক্তি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে। এটি ঐক্য, স্বাধীনতা ও নবজাগরণের প্রতীক। স্প্যাচুলার দ্বারা খুব সুন্দর ভাবে এক একটি কোণে রং লাগিয়েছেন।)

চিত্র -২০

"বাবুমশাই", টেম্পারা, ২০২৪

(এই বাবুমশাই ছবিটি একটি বয়স্ক মানুষের হাস্যোজ্জ্বল প্রতিকৃতি, যিনি সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখে এক হৃদয়জয়ী, প্রাণবন্ত হাসি, যা জীবনের প্রতি গভীর আনন্দ ও সহজাত গ্রহণযোগ্যতার প্রকাশ। সবুজ পটভূমি এই সরল চরিত্রটির কোমলতা ও ইতিবাচক মনোভাবকে আরও উজ্জ্বল করে তোলে। ছবিটি হাসির মধ্যে লুকিয়ে থাকা মানবিকতার সৌন্দর্যকে তুলে ধরে।)

অ্যাবস্ট্রাক্ট ফরম (অবয়ববিহীন রূপ)

চিত্র -২১

শিরোনামহীন, অ্যাক্রিলিক রং ২০১২

এই চিত্রকর্মটি একটি শিশুর বিমূর্ত রূপায়ণ। কেন্দ্রে অবস্থান করছে একটি বড়, ডিম্বাকৃতি হলুদ আকার, যা শিশুর মুখের প্রতীক। চারপাশের রঙিন জ্যামিতিক আকৃতি—সবুজ, নীল, লাল ও বাদামির সংমিশ্রণে—শিশুর দেহ, পোশাক ও চারপাশের জগৎকে বিমূর্তভাবে প্রকাশ করেছে। ছবিটির গঠন এক ধরনের সরলতা, নিষ্পাপ আনন্দ এবং নির্ভেজাল শৈশবের অনুভূতি প্রকাশ করে।

গাঢ় ও উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার শিশুর প্রাণবন্ত ও কৌতূহলী মনোজগৎকে প্রতিফলিত করে। এটি একটি "শিরোনামহীন" শিশুচিত্রও হতে পারে, যা রূপ বা ব্যাখ্যার বাইরে গিয়ে অনুভূতির স্তরে পৌঁছাতে চায়।

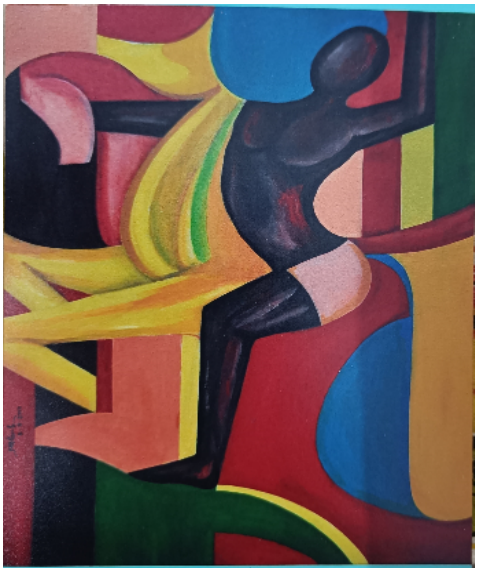
চিত্র -২২

শিরোনামহীন, অ্যাক্রিলিক রং ২০১৮

(এই চিত্রকর্মটি একটি আধুনিক বিমূর্ত রচনার উদাহরণ, যেখানে একটি মানব আকৃতি রঙের বর্ণিল জটিলতায় প্রকাশিত হয়েছে। গাঢ় রঙের অবয়বটি প্রাণবন্ত হলুদ, লাল, নীল ও সবুজ আকারের মধ্য দিয়ে গতি ও শক্তির অনুভব তৈরি করছে। প্রতিটি রেখা ও রঙ যেন জীবনের ভাঙাগড়া ও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতীক। এই শিল্পকর্মে চিত্রশিল্পী আধুনিক জীবনের রূপ, গতিশীলতা ও আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান তুলে ধরেছেন।)

মাইথোলজি (পুরাণ)

চিত্র -২৩

"স্থূল" অ্যাক্রেলিক রং, ২০১৮

(এই চিত্রকর্মে একজন উল্টোমুখী মানবাকৃতি দেখা যাচ্ছে, যার দেহ বৃক্ষের মতো শিকড় গজিয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেছে। মাথার উপরের অংশ থেকে অন্ধকার শাখা ছড়িয়ে পড়েছে, আর পিছনের পটভূমিতে রয়েছে দুটি তীক্ষ্ণ চোখ—যেন কোনো উচ্চতর সত্তা তাকিয়ে আছে। এই চিত্র মানব অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও আত্ম-চেতনার গভীর সংযোগকে প্রতিফলিত করে।)

চিত্র -২৪

"নভোমণ্ডলের রহস্য", অ্যাক্রেলিক রং, ২০১৯

(এই বিমূর্ত চিত্রকর্মটি এক মহাজাগতিক ভ্রমণের অনুভূতি জাগায়। জ্যামিতিক আকার ও বর্ণময় গ্রহসম চক্রের মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের গভীর রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। নীল, লাল ও হলুদ রঙের সাহসী ব্যবহারে সৃষ্টি হয়েছে এক স্বপ্নময় আন্তরিক ছন্দ। ,একটি রঙিন কল্পনার মহাবিশ্ব, যেখানে বিজ্ঞান ও কল্পনা মিলেমিশে একাকার।)

চিত্র -২৫

"বর্ণমণ্ডল", অ্যাক্রিলিক রং, ২০২৪

(এই বিমূর্ত চিত্রকর্মে বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি ও শক্তির ধারাকে আকারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। চিত্রের কেন্দ্রে একজন ধ্যানমগ্ন মানুষ জাগরিত কুন্ডলীনি চক্রের মাধ্যমে কি করে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সাথে এক হয়ে যাচ্ছে তার বর্ননা করা হয়েছে। এখানে ঘূর্ণায়মান ওঁ বর্ণের বিন্যাস একটি আধ্যাত্মিক

শক্তির প্রতীক। রঙের ব্যবহার ভারসাম্য ও ঐশ্বরিক ছন্দকে প্রকাশ করে।এই চিত্র যেন ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যকার এক যোগসূত্র — ভাষা ও সৃষ্টিশক্তি।)

স্কেচ

চিত্র-২৬

২০১৯

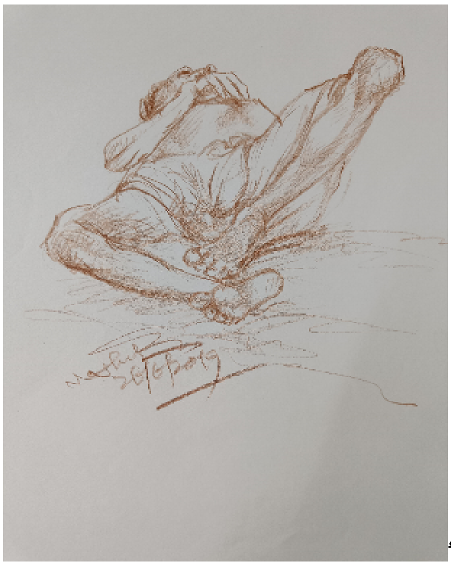

চিত্র-২৭

২০১৯

চিত্র-২৮

২০২২

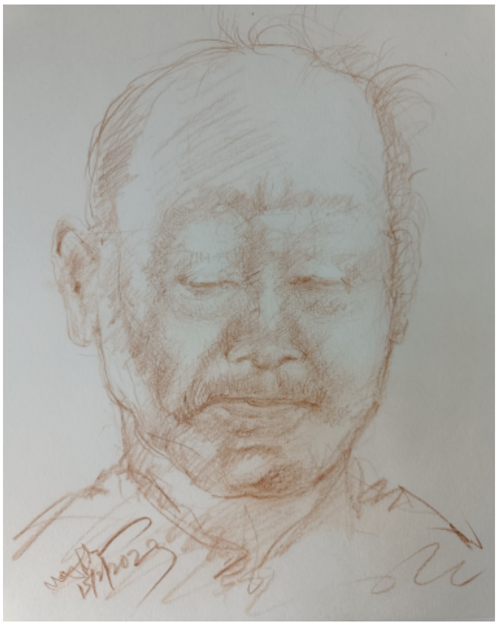

চিত্র-২৯

২০২৩

অধ্যায় ৩:

শিল্পীর মূল্যায়ন (সম্প্রসারিত সংস্করণ)

মণীন্দ্র চন্দ্র পালের জীবন ও কর্মযাত্রা যেন এক আশ্চর্য আত্মজাগরণের গল্প—যেখানে অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেন একটুকরো আলো জন্ম নিয়েছে। এই আলো শুধু তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফল নয়, বরং শিল্পের ভেতরে থাকা এক অদ্ভুত শক্তির প্রকাশ। জীবনের প্রতিটি ধাপে এসেছে বাধা, এসেছে পরিবর্তন। তবুও তিনি এগিয়ে গেছেন, থেমে থাকেননি। এই পথ আমাদের শেখায়—শিল্প মানে শুধু রঙ আর রেখা নয়, এটি এক জীবন্ত অনুভব, যা মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করে, পথ দেখায়, আর নীরবে ছুঁয়ে যায় আমাদের হৃদয়।

শৈশব ও প্রথম অনুপ্রেরণা :

বাংলাদেশের বিক্রমপুর এলাকার এক শান্ত, ছোট্ট গ্রামে জন্মেছিলেন মণীন্দ্রচন্দ্র পাল। চারপাশে ছিল সবুজ মাঠ, পাখির ডাক, আর নিঃসঙ্গতা ছিল যেন আপনজনের মতো। কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, না ছিল ছবি আঁকার জন্য আধুনিক কিছু সরঞ্জাম। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি রঙিন বিকেল তাঁর মনে জাগিয়ে তুলত রঙের অনুভব।

বাড়ির অন্যরা যখন ব্যস্ত থাকত দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েনে, তিনি তখন কাঠির টুকরো, কয়লা কিংবা কাদামাটি হাতে নিয়ে আঁকতেন গাছের পাতা, নদীর ঢেউ বা দাদুর মুখের রেখা। এ ছিল এক নিঃশব্দ শিল্পপাঠ, যা হৃদয় দিয়ে পড়া হয়।

এই শিল্পীজীবনের প্রথম দিগন্ত খুলে দেন তাঁর দাদু—গোসাই দাস পাল। একজোড়া স্নিগ্ধ চোখ, যিনি দারিদ্র্যের অন্ধকারে দাঁড়িয়েও দেখতে পেয়েছিলেন শিশুর চোখে ছড়িয়ে থাকা আলোর ইশারা। দাদুর উৎসাহ, তাঁর মমতা—এই ছিল প্রথম শিক্ষা, প্রথম ভালোবাসা, প্রথম শিল্পীসঙ্গ।

দেশত্যাগ ও এক নতুন যুদ্ধের শুরু:

১৯৬৪। ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দারিদ্র্যের চাপ তাঁদের ঠেলে দিল নতুন জীবনের দিকে—পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে চলে এলেন ভারতে, কলকাতার কাছাকাছি মধ্যমগ্রামে। শিকড় উপড়ে ফেলা জীবনের শুরু হল এক শূন্যতা থেকে।

এই কিশোর, যার হাত তখনও কাদায় মাখামাখি, তাঁকে হঠাৎই বড় হতে হল। সংসারের দায়, পড়াশোনা, খণ্ডকালীন কাজ—সব কিছুর মাঝেও আঁকাআঁকির আগুন নিভল না। অনেকে হয়তো হাল ছেড়ে দিত, কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা—নিজেকে প্রমাণ করার, হৃদয়কে রঙে রাঙানোর।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ ও শিল্পীর রূপান্তর :

১৯৬৬ সালে মণীন্দ্রচন্দ্র পাল ভর্তি হলেন কলকাতার ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। এটা ছিল তাঁর জীবনের এক বড়ো মোড়—যেন মনের খোলা দরজায় প্রথম সূর্যের আলো এসে পড়ল। এতদিন যে প্রতিভা ছিল শুধু অনুভবে আর অভ্যাসে, এবার তা পেল দিশা, সঠিক পথ আর ভালো শিক্ষকদের স্পর্শে। তিনি শিখলেন কীভাবে নিজের ভাবনাগুলোকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয়, আর ঠিক তখনই তাঁর শিল্পীজীবনের আসল যাত্রা শুরু হল।

কিন্তু অর্থকষ্ট তখনও ছায়ার মতো সঙ্গী। না খেয়ে দিন কাটানো, হেঁটে কলেজ যাওয়া, উপকরণের জন্য সংগ্রাম—এসব ছিল নিত্যদিনের বাস্তবতা। তবু কোনও অভিযোগ ছিল না তাঁর চোখে—ছিল

কেবল একনিষ্ঠতা, ছিল বিশ্বাস।

তাঁর বেছে নেওয়া পথ ছিল বাণিজ্যিক শিল্পের—সাইনবোর্ড, ম্যাগাজিন, বিজ্ঞাপনচিত্র—সবই হাতে আঁকা। ডিজিটাল যুগ তখনও আসেনি। এই কঠোর সাধনার মধ্যেই গড়ে উঠল এক নিখুঁত হাত, এক স্থির মন, এক পরিপক্ক শিল্পীসত্তা।

গুরুদের ছায়া ও বন্ধুত্বের আলো:

এই সময়ে তাঁর জীবনে প্রবেশ করেন কিছু অনন্য মানুষ—শিক্ষক কাশীনাথ দাস, যিনি পরামর্শ দেন শিল্পকে পেশা হিসেবে নেবার জন্য, যেন আর্থিক নিশ্চয়তা আসে। বিপিন গোস্বামী ও সুভাষ রায়—তাঁদের কাছ থেকে তিনি শিখলেন শিল্পের দর্শন, গভীরতা, ও কৌশল।

একজন সহপাঠী, গৌরী, তাঁকে শেখান ব্যাটিক—মোম ও রঙের মিশেলে কাপড়ে শিল্প রচনা। এই নতুন মাধ্যম যেন খুলে দেয় সৃষ্টির আরেক জানালা। গৌরীর কাছ থেকে শেখা এই শৈলী তাঁকে আত্মপ্রকাশের নতুন ভাষা দেয়।

পেশাজীবনে শিল্পীর সংবেদন:

কলেজ শেষে যোগ দেন 'সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-তে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাঠামোয় থেকেও তিনি প্রমাণ করেন, শিল্প সব জায়গায় জাগ্রত থাকে—শুধু তা অনুভব করতে জানতে হয়।

মানচিত্র, রিপোর্ট, সরকারি নথির অলংকরণ—সব কাজেই তাঁর নিখুঁত হাতের ছাপ। কোনওটাই কেবল দায়িত্ব ছিল না, বরং প্রতিটিতে ছিল এক গভীর শ্রদ্ধা, এক নান্দনিক সংবেদনশীলতা।

অবসরের পরে এক নতুন সৃজনযাত্রা:

অবসরের পরে তাঁর জীবন যেন ফিরে গেল প্রথম প্রেমে—চিত্রকলায়। এবার আর কোনও দায় ছিল না, কেবলই ভালোবাসা। তিনি আঁকলেন, শেখালেন, অনুপ্রাণিত করলেন।

তাঁর ছোট্ট বাড়ি হয়ে উঠল এক বিনামূল্যের পাঠশালা, যেখানে তরুণরা শুধু শিল্প শেখেনি, শিখেছে জীবন। তিনি দিয়েছেন সময়, মনোযোগ আর একরাশ ভালোবাসা—বিনিময়ে কিছুই চাননি।

শিল্পদর্শন—এক হৃদয়ের ভাষা

এই শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অসীম—তিনি বিশ্বাস করতেন, শিল্পের কোনও সীমা নেই। তা প্রকাশ পেতে পারে সরকারী রিপোর্টেও, আবার গ্রামের মেঠো পথে হেঁটে যাওয়া এক বৃদ্ধের মুখেও।

তিনি কখনও বাজারের জনপ্রিয়তা খোঁজেননি, বরং খুঁজেছেন সত্যতা। তাঁর শিল্প জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো—যেমন নিঃশব্দ নদী, যার স্রোত গর্জে ওঠে না, তবু বয়ে চলে গভীরতায়।

উপসংহার—এক নিঃশব্দ কিংবদন্তি

এই শিল্পীর জীবন একটি আয়না, যেখানে দেখা যায়—প্রতিভা জন্মগত হলেও, মহত্ত্ব অর্জিত হয় পথের ক্লান্তি, অশ্রু আর নিরন্তর সাধনার মধ্য দিয়ে।

তিনি শুধুই একজন শিল্পী নন, তিনি হলেন এক নিঃশব্দ শিক্ষক, এক প্রেমিক আত্মা, যিনি শিল্পকে দেখেছেন মানুষ গড়ার হাতিয়ার হিসেবে। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়—শিল্প পেশা নয়, জীবনধারণের এক সজীব ভাষা।

এই মূল্যায়ন কেবল একটি প্রতিবেদন নয়, বরং এক প্রণতি—এক হৃদয়স্পর্শী কৃতজ্ঞতা, যা শুধু বলেই না, অনুভব করিয়ে দেয়—শিল্পী কখনও মারা যান না, তাঁদের রেখা থেকে যায় প্রতিটি হৃদয়ে।

উপসংহার

মানিন্দ্রর চন্দ্র পালেরজীবন ছিল এক নিরব, ধৈর্যশীল সাধনার । তিনি কখনো বাহবা চাননি, খ্যাতির জন্য ছুটেননি—শুধু সৃষ্টি করে গেছেন, নিঃশব্দে, নিজের সঙ্গে, নিজের অন্তর্জগতের সঙ্গে কথা বলে। তাঁর তুলির টানে ছিল জীবনের নির্যাস, মাটির গন্ধ, সময়ের ব্যথা ও প্রেমের কোমলতা। এক চিরন্তন গ্রামীণতার পটে তিনি বুনে যাচ্ছেন আধুনিক চেতনার আলো।

শহরের কোলাহলে থেকেও তিনি হৃদয়ে ধারণ করে যাচ্ছেন শৈশবের নদী, গ্রামের মেলা, মা-বোনের মুখের হাসি। তাঁর শিল্প যেন এক নীরব সাক্ষ্য—যেখানে রঙ নয়, আত্মা কথা বলে।

আজ যখন আমরা শিল্পীর কাজের দিকে ফিরে তাকাই, তখন বুঝতে পারি—শিল্প শুধু রঙ বা আকার নয়, তা এক জীবনদর্শন। এক শিল্পীর আত্মজিজ্ঞাসা, পৃথিবীকে বোঝার নিরন্তর প্রয়াস। মানিন্দ্র চন্দ্র পাল আমাদের শিখিয়ে যাচ্ছেন—সত্যিকারের শিল্পী সে, যে নিজের ব্যথাকেও সৌন্দর্যে রূপান্তর করতে জানে।

তাঁর পথ নিঃসন্দেহে কণ্টকময় ছিল, কিন্তু সেই পথেই জন্ম নিয়েছে সৌন্দর্যের যে বীজ, তা আজও আমাদের মন ছুঁয়ে যায়। মানিন্দ্র চন্দ্র পালের কাছে শিল্প যাই তাই শুধুই 'চিত্র' নয়—তা এক নিরব আর্তি, এক অন্তহীন প্রেম, এক মানবিকতা যার ভাষা হৃদয়েই লেখা।

চিত্রসূচী

চিত্র ১ জীবন্ত চিত্র

চিত্র ২ জীবন্ত চিত্র

চিত্র ৩ বহিরাঙ্গণ স্কেচ

চিত্র ৪ জীবন্ত মূর্তি

চিত্র ৫ বিজ্ঞাপন (বাণিজ্যিক শিল্প)

চিত্র ৬ বিজ্ঞাপন (বাণিজ্যিক শিল্প)

চিত্র ৭ বিজ্ঞাপন (বাণিজ্যিক শিল্প)

চিত্র ৮ বিজ্ঞাপন (বাণিজ্যিক শিল্প)

চিত্র ৯ বিজ্ঞাপন (বাণিজ্যিক শিল্প)

চিত্র ১০ বাঙালিয়ানা

চিত্র ১১ আদম্য গতি

চিত্র ১২ নীরব প্রত্যাবর্তন"

চিত্র ১৩ সহজে নারী. নীরবে শক্তি

চিত্র ১৪ নিভৃত আবেগ

চিত্র ১৫ শিরোনামহীন

চিত্র ১৬ রাধা-কৃষ্ণ

চিত্র ১৭ মহিষাসুর মর্দিনী

চিত্র ১৮ মধুর সন্ধান

চিত্র ১৯ উড়ানের আহ্বান

চিত্র ২০ বাবুমশাই

চিত্র ২১ শিরোনামহীন

চিত্র ২২ শিরোনামহীন

চিত্র ২৩ স্থূল

চিত্র ২৪ নভোমণ্ডলের রহস্য

চিত্র ২৫ বর্ণমণ্ডল

চিত্র ২৬ জীবন্ত চিত্র

চিত্র ২৭ জীবন্ত চিত্র

চিত্র ২৮ জীবন্ত চিত্র

চিত্র ২৯ জীবন্ত চিত্র

চিত্রসূত্র

চিত্র ১–২৯: নিজস্ব তোলা ছবি: শিল্পী মনিন্দ্র চন্দ্র পাল–এর নিজ বাসভবনে তাঁর চিত্রকর্মগুলোর আলোকচিত্র. স্থান: মধ্যমগ্রাম. তারিখ: ১৭ ই এপ্রিল ২০২৪।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার

এই গবেষণার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ ছিল শিল্পীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলা। তাঁর মুখে শোনা গল্প, ভাবনা আর অভিজ্ঞতাগুলো অনেক গভীরতা যোগ করেছে আমার লেখায়।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সঞ্চয়িতা বিশ্বাস

সাক্ষাৎকারপ্রাপ্ত: মণীন্দ্রচন্দ্র পাল

স্থান: মধ্যমগ্রাম (শিল্পীর নিজ বাসভবনে)

তারিখ: ১৭ ই এপ্রিল ২০২৪

পত্রিকা/ম্যাগাজিন

শিল্পীকে নিয়ে দুটি ছোট ছোট ম্যাগাজিনে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই লেখাগুলো তাঁর জীবনের কিছু দিক তুলে ধরেছে, যা এই গবেষণায় সহায়ক হয়েছে।

প্রথমটি হল,"**Mirage issue**", [১লা' জানুয়ারি ২০২৩], পৃষ্ঠা -৪।

এবং দ্বিতীয়টি হল "**Mirage issue**"[১লা' জানুয়ারি ২০২৪], পৃষ্ঠা- ৪-৫।

টিভি সাক্ষাৎকার/প্রচারিত প্রতিবেদন

শিল্পীকে নিয়ে তিনটি ভিন্ন টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন আমার গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিবারেই তাঁর কথা, অভিব্যক্তি ও কাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নতুনভাবে ধরা দিয়েছে।

1. চ্যানেল: ডিডি বাংলা

প্রচারিত তারিখ: ২০০৬

দেখার মাধ্যম:- টিভি

2. চ্যানেল: ফরচুন

প্রচারিত তারিখ: ২০০৯

দেখার মাধ্যম: টিভি

৩. চ্যানেল: চ্যানেল ভিশন

প্রচারিত তারিখ: ২০২৪।

অনুষ্ঠানের নাম: নবীন আশার আলাপ জাগে।

দেখার মাধ্যম: - টিভি / ইউটিউব / ওয়েবসাইট (https://www.facebook.com/share/r/15QgCEMZtW/)

REPORT OF THE PLAGIARISM CHECK

THIS REPORT CERTIFIES THAT THE ATTACHED WORK

"নীরব প্রতিভার আলেখ্য: মণীন্দ্র চন্দ্র পাল"

WAS CHECKED WITH THE PLAGIARISM PREVENTION SERVICE

WWW.DUPLICHECKER.COM AND HAS:

EXACT MATCH

00%

PARTIAL MATCH

00%

PLAGIARISM

00%

FILE NAME: SanchaitaBiswas_Finearts&design_2322220004002.pdf

FILE CHECKED: 17.04.2025

REPORT GENERATED: 17.04.2025

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	0% Exact Match	100% Unique
	0% Partial Match	

Words	516
Characters	3650
Sentences	1
Paragraphs	13
Read Time	3 minute(s)
Speak Time	4 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

১৯৪৯সালেরজানুয়ারিরপর্বাশাক নেরবতমানবাংলাদেশ ঢাকা জেলারিব মপরঅ লেরফাউলপর মেজ নল মনী চ পালসবেজ ঘরা. স নদীবেয়চলা. আরআ য়তায়পাথাএক মীণপরিবেশকেটতার শশব আধিনকতার ছায়া তখনও সতোব পী ছায়িন. ক শ রি ছা দিনয়া টইছলতার খামশ বন লয়।
বয়সযখনহোত গানাকটাবছর. তখন থেকইতার চোখএকআলাদারাঙছল।অন শ রাসোঠ খলেতব . আর শ রহোত রঙতিল কা ঠরআচাড়িকংবোকয়লারদাগ।খেলায়আকা ছা ছিব লই যনবেলিনত. এইশ ট নথেছএমনিকছ. যাআর কউ দেখনা।
তারম ঠ ছলগভীর।মোঠহালচাষকরাকষক. পোছরপাতায়দেলওঠাহাওয়া. বালদীরপোড়বেসথাকাব কউ–সবইছিল তারচো রঅনে রণা।জীবনেক দেখেতনএকধরেনরনীরবকোব রমেতা. যেখোন ত টমহাতছিলাআকেয় তালারমেতা।
তেবতারপথটাকখেনাইসহজছিলনা সইসময়. োমিশ চচা তাদেরকথা. বাত্তা প লও বিলাসতারমেতামেনহেতা।
ে হাজানীয়সর ম জাগাড়করেতোকনদী পিরেয়লে যেতহেতা. যটাএকধরেনরঅভিযা রমেতাইছল। ক এই ত ট যা তারভোলাবাসারই মাণ–একটাছিবআকারজন য ম. সাটাছিলমন থেকউৎসারত।
তারজীবেনবড়একটাভিমকাপালনকেরনতারদাদা. গোসাইদাসপাল।দাদর চোখই থমতার তভারঝলকধরাপেড়। তিন ধ নিােতকউৎসাহতকেরনিন. বরংআ বাস. অধ বসায়আরসততারপাঠাওদেয়িছেলন।একিদনবেলিছেলন. সরাহওয়ার চ কেরা. তেব সটাঅন নরহারোনারজন নয়. বরং নেজেকাছাড়েয়যাওয়ারজন ।" এইবাক টাইেয়উেঠছিলশ রজীবেনর মলম ।
লজীবেনতারএক টঅন েযাগ্যতায়অংশ নওয়ারঘটনাখবঠে খেযাগ ।একজনসহপাঠ রসে তারভোলাভোব েযাগ্যতাহয় অ নরএবংঘারকােরনতোক ধাছিবআকায়সীমাব না রেখএকজন কাউশ হওয়ারপথেনেয়যায়।
েযাগ্যতাতোকভয় দখায়িন. বরং নেজর সরাটাউজাড়কেরিদেতঅন শতকেরিছন।
ত্রিদেক ১৯৬০-এরদশেকর তরাজনৈতিকঅ প. অর্থকসংকটএবংসামা জকঅি রতার দশজোড়একধরেনরঅ কার ছায়া লেমআেস। শ রাপরবারওঅর্থৈনতকস টপেড়।তখনইতারাস নলতারেতচেলআসার।১৯৬৪সালেতারা কলকাতারউপকে মধ ম মবসবাস কেরন।
নতনশহর. নতনজীবন. সীমতস দ–সবিকছুই যনতন. নতনএকলড়াইেয়র ।পড়াশানারপাশাপিশতোকখ কালীন কাজকরেতহেতা. পিরবারসামলােতহেতা. আবারিশ চচাওচািলেয় যেতহেতা। ক শ র তভোলাবাসাএতটাইগভীরিছল য. এইচাপ সকখেনাভোঙন।বরংআরোদড় ত হয়েছেতারলে রিদেকএগেয়যাওয়া।
১৯৬৬সালেতিনিভিতহনকলকাতারধমতলারই য়ান আটকেলেজ। সখান থেকই হয়তার পশাদািরশ য়েওঠার পথচলা।কেলজজএসিতিন দেখন. ধছিবআকাইযেথ নয়. জীবেন টেকথাকেত পেলিশ ক পশািহেসেবও দখেতজানেত হয়।অধ কাশীনাথদাসিছেলন সইঅালোরদীপার. ছিলতোকবেলন. কাঁমাশয়ালআট পেলাতাজমেনজরপোয়দাড়োত পারেব।" এটাসহজিজস ছলনা. ক শ রবির্ক্তিছেলন. ে রসে বা বতারএক জাতিতাই।
অভাব. সং াম. –সবিকছুিনেয়ওিতিন থেমযানিন।রোতআকিব পন. বাড়িডজাইন. ক ল ফ–সবইকেরতনপরম ন য়।একিদনকাশীনাথদাসইছা গীরিরসে পিরচয়করান. ছিলতোকবা টাকশ শখেতউৎসাহ দন। দেনএকটাকা বিনময়ে হয়তারলনতনএকযা –শ রআরওএক টপাখারসে পিরচয়ঘেট. আরতারদ ভি আরও সািরতহয়।
পল লািছলভীষণব –সকাল স. দপেরকাজ. রোতপড়াশানা। কা ত টআকাতারঅ র অংশহেয়উঠিছল। ত ট রোঙ্গেমশছলতার . া আরভোলাবাসা।
১৯৭১সালেতিনই য়ান আটকেলজ থেকউ ণহন।তখনতারসহপাঠ দরমেধ ছেলনওয়াসিমকাপর. পনরায়. পীরা সাহা. মীরা ঘাষ. বাসেদব ঘাষ. অনক জীধরী রব. যারাপরবত কােলিবখ তিশ য়েওঠন।

আজযখনতারিদেকিফেরতাকোনায়. সেদখায়–একটাদীঘ্ম মর ছা ছেল টকীকেরএতদরএল শ র ভোলাবাসা. অধ বসায়আরআ ব াসমেলই তৈরহেয়েছতারজীবেনরএইজাদকরীকাহিন।

Matched Source

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	0% Exact Match
	0% Partial Match
100% Unique	

Words	417
Characters	3852
Sentences	5
Paragraphs	7
Read Time	3 minute(s)
Speak Time	3 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

মনী চ পাল১৯৭১সোলই য়াল আটিকেলজা থেকপাশকেরন।পেররবছর. ১৯৭২সাল. সরাকারএসে তারপেনরচাকিরর জন পরী লনএবং সেখোনসফলওহন।তারপের টি. টি. টি. ব ত য়াজয়েমাসর ং হয়। সই —আর শ্চালিকের তাকোতহয়িন।১৯৭৩সোলর২২ শ ম থেক কের. টানা০৬বছারীতিনকাজকেরন সই ত ন. সহকারী হডএনে তার হেসেব।একটা গাটাজীবনপারকের২০০৯সোলর৩১ শজানায়ার. অবসেরিদেনযখনিতিনঅিফসছোড়ন. হয়েতাতার ডে তখনাওকষ্টঅসমা খসড়াপেড়িছল—ঠক যমনিকষ্টঅসমা িবপেড়িছলতারমেন।

চাকিরকরাকালীন. অবশ ইিতনাছিবআকেতন।আকারহাতটা তাচপচাপবেসথাকতনাকখনও। ক. অিফেসরসময়আর দিয়ে রচোপ ঠক সেতাবআকাটােলেয়যাওয়াস বহয়িন।কাজআরসংসোররকোক যটকসময় পেতন. তোতইিনেজেক মেলধরার চ করেতন।তেবঅবসর নওয়ারপর. যনএকটাঅন দরজাখেল পলতারজন ।এবারআর কোনাবাধা নই. কোনাদিায়ে রশ ননয়—ধরাছিব. ক নভাস. আররং। ফেরএলনিতিনিনেজর চলাজগেত. আপনাপথবৌত।আরমেন প ঠককরেলন. এবারতারিশ ইবলেবতারকথা—তারাশিরচর্চাছেড়েয়পড়েবতারেতরআলোচকালোচ।

কেলজপড়ারসময়তারসহপাঠ নরমেধ অনেকেইপরবত তনামজািনশ িহেয়েছন—ওয়ািসমকাপর. পনরায়. শীরা সাহা. বাসেদব ঘায়. অলক চৗধরী—তোদরসে একসে আকা. আলোচনা. তক. সমোলাচনাসাবিমিলেয়একটাদা শসময়কা টেয়েছন তারা।আরিশ দশনীরসে পিরচয়হেয়িছলআরওঅেনক শীমানেষরসে। দব ত বত . রিবনম ল. মিনকম ল. নপভনেম আটকেলেজরঅধ পিকনর ন ধানএবংতার স সভরা ধান. রবী ভারতীর বন লেয়রএইচ.ও.ড িবনলর নপাল. অিসতপাল. রতনআচায—যারা ত কইতারিশ চ ওচচারািশরিধঅেনক সারতকেরেছন।এসোদরসে ঘন সলোমশা. কথা. বাক্সাপড়া—সাবািমলেয়াতিন ধআকােশখ যেমবোকাকিন. শ কবেরেছন. অনভবকেরেছন।

তারকোজরএকটাবড় বিশ িছল—িতিনকখনওএকঘরানায় যেমথোকানি।বরংনানাধরেনরিবষিয়েলেয়কাজকেরেছন। কখেনাপেরাণরক লীলা. কখেবাদিভ বামহামারীরিনমমবা বতা. কখেনানারীর তসিহংসতা. আবারকখেনাসমোজারিব ত বাঅবেহিলতইিতহাস—সবইউেঠএসেছতারাতিলরটোন। বষয়ব রএই বিচ ইতোকআলাদাকোরীচিনেয় দয়।

মাধ মর ও িতিনিছেলনএ পিরেম ল।জলরং. অ ল ক . ওয়াশ. হি পে ল. টি রা. অেয়ল। ধচ শে ইনয়. িতনতা যওকাজকেরেছন. কেরেছনবহকামিশয়ালকাজ।সবধরেনরমাধ মওস ত েনয়াইিতন একটানা য়ষাটিবছেররও বিশসময়ধেরকাজকেরচেলেছন—অিব ত. অিবচল। ক িতিন হেয়কখেনা যেমপেড়ািনন।

কেলজজীবন থেক কেরঅবসরপরবত সময়পয তারআকািকাছিলবাচাতিচ আিমনেচতেলধরাছিকাছিবজোগতাপ কের. য নারমেধ েনয়ইধরাপেড়তারিশ স রগভীরতা. অনভেবরতী তা. আরএকটানািন রছাপ।

Matched Source

No plagiarism found

Check By: Dupli Checker

Dupli Checker

Date: 17-04-2025

Plagiarism Scan Report

0% Plagiarism	
0% Exact Match	
0% Partial Match	
100% Unique	
Words	[illegible]
Characters	4874
Sentences	0
Paragraphs	[illegible]
Read Time	4 minute(s)
Speak Time	5 minute(s)

Content Checked For Plagiarism

[illegible]

Page 1 of 2

Matched Source

No plagiarism found

Check By: Dupli Checker